ইত্তেফাক

তারিখ ... ... ১১।৩।৭৪ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

026

ঐতিহ্য ও ইতিহাস

ঐতিহ্য ও ইতিহাস ছাড়া জাতি বাঁচিতে পারে না। জাতির অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য ঐতিহ্যের লালন অপরিহার্য। আর তাই জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর বক্তব্যটি আমাদের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। লোক-সংস্কৃতির গবেষক ও সংরক্ষক অধ্যাপক মনসুর উদ্দিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জনাব চৌধুরী বলিয়াছেন, অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণ না করিলে জাতি সংকটের সম্মুখীন হইতে বাধ্য। তিনি আরও বলিয়াছেন, অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হইলে আমরা ছিন্ন সূতার মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব। বলাবাহুল্য, নানা কারণে উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া একটি জনগোষ্ঠি কি চিন্তা করিয়াছে লোক সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ। লোক-সংস্কৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়, বিস্মৃত অতীতের কাহিনী। দিন যেমন রাত্রি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি জাতিও তেমনি অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, অতীতের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান এবং বর্তমানের উপর ভবিষ্যৎ। আর তাই কবি বলিয়াছেন, 'সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।' পশ্চাৎ বা অতীতই আমাকে তথা জাতিকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছে।

উপদেষ্টা জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী বলিয়াছেন, আমাদের অতীত সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যে বহু কিছু রহিয়াছে। সেসব উদ্ধার করিয়া আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কথাটা সত্য। আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বন্ধ্যাত্বের ভাব বিদ্যমান। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, ঐতিহ্য চেতনার অভাব বা এই ক্ষেত্রের নিস্পৃহতা। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বহু লোক-সম্পদ ছড়াইয়া-ছিটাইয়া আছে। উহার পুনরুদ্ধার জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পরিতাপজনক হইলেও সত্য যে, পুনরুদ্ধার প্রয়াস আশানুরূপ নয়। সময় সময় রাজধানী ঢাকায় চাকচিক্যপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজিত এবং লোক-শিল্পীদের অনেককে ডাকা হয় সত্য, কিন্তু অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াসও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এই অবস্থার প্রতিকার এবং ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর প্রচেষ্টা আরও জোরদার এবং সুসংবদ্ধ করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।